নাম: মো: মাসুদ রানা মুকুল

জন্ম তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯০

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ব্যবসায়ী
শাহাদাতের স্থান : নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা

শহীদের জীবনী

শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল।তিনি ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার কয়রাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তার বাবা রায়হান বিশ্বাস পেশায় একজন কৃষক।মাতা জাহানারা খাতুন গৃহিনী।মাসুদ রানা ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন।২০২৩ সালে তিনি নিজে ব্যবসা শুরু করেন।তার প্রতিষ্ঠানের নাম এম এস ইঞ্জিনিয়ারিং।এসবের পাশপাশি তিনি উদ্যেক্তা হিসেবেও কাজ করতেন এবং সামাজিক অনেক কাজে তিনি নিবেদিত ছিলেন। আর্থিকভাবে মোটামুটি তারা ছিল স্বচ্ছল পরিবার।বর্তমানে তিনি স্বপরিবারে ঢাকার মিরপুর-১ এর আড়ং এলাকায় বসবাস করছিলেন।স্ত্রী ও একটি কন্যা সন্তান রেখে ৫ আগস্ট ২০২৪ তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে শহীদ হন।মেয়ে আরবী ফেরদৌস মদিনার বয়স মাত্র ৩ বছর।অল্প বয়সেই বাচ্চাটি পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলো।মাসুদ রানার মৃত্যুতে তার পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো।

ঘটনার প্রেক্ষাপট
দীর্ঘ সময়ের ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়।মানুষ ভুলে যায় ক্ষমতার দৌড় যতই লম্বা হোক তা একদিন শেষ হবেই।ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার ক্ষমতায় যেভাবে এতোদিন টিকে ছিলেন তাতে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন তাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।তাইতো ছাত্রদের যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন অহমিকায় বিভোর।ভুলে গেছেন তরুণরা চাইলে দেশকে বদলে দিতে পারে।এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।কোটা নয় মেধা এটাই ছিল জুলাই ২০২৪ এর স্লোগান।হাজারো তরুণের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শত-হাজার প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে দেশকে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি করে।ফলে এক দফা এক দাবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে না।শতশত ছাত্রের রক্ত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে বাধ্য করে।মাত্র একটি কোটা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে।অধিকারের লড়াইয়ে বাংলাদেশের মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো দেশকে স্বাধীন করেছে।এই স্বাধীনতা হাজারো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত।ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।নতুন করে শুরু হয় বাংলাদেশের ভীত রচনা।
বিশ্বজুড়ে ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর যে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে তার অন্যতম নিদর্শন স্বৈরশাসক হাসিনার পতন।জনরোষের মুখে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময়ের শাসক শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আমাদের মনে করিয়ে দেয় জনগণের ঐক্যমতের কাছে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থাও কতোটা নাজুক হতে পারে।বর্তমানে জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের একটি ইতিহাসের নাম।ছাত্রদের কোটা আন্দোলন স্বৈরশাসক হাসিনার পতনকে নিশ্চিত করেছে।শহীদ মাসুদ রানা ছিলেন পরোপকারী বন্ধুসুলভ।আত্মীয় স্বজনের কাছে তিনি ছিলেন খুবই স্বজ্জন ব্যক্তি।সবাইকে তিনি আগলে রাখতেন।সেই মাসুদ রানা দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্রদের পাশে থেকেছেন অভিভাবক হয়ে।ধীরে ধীরে আন্দোলনের রূপ রেখা যখন পরিবর্তন হয়ে এক দফা দাবীতে পুরো দেশ সোচ্চার তখন মাসুদ রানাও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।
যেভাবে শহীদ হলেন
ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পতনের আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র জনতা যখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছিল তখন মাসুদ রানা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশেই অবস্থান নিয়েছিলেন।সময়টি ছিল ৪ আগস্ট।সেদিন তিনি মিরপুর ১০ নাম্বারে আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিলেন।পানি খাওয়ানোর সময়টিতে পুলিশের গুলি এসে তার মাথায় আঘাত করে।আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে এ ঘটনা ঘটে। সেখানেই তিনি আহত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।চারপাশ থেকে তার বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্ররা মিলে তাকে আগারগাঁও নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তাকে আই সি ইউতে ভর্তি করানো হয়।ঐদিন দিবাগত রাত ১.১৫ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।পরবর্তীতে তার বন্ধুদের সহযোগিতায় লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।পরদিন ৫ আগস্ট দুপুর ২.৩০ মিনিটে কয়রাডাঙ্গা ঈদগাহ কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।
শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য
শহীদের চাচাত ভাই মোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমি ঢাকায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার বাসায় ছিলাম।সেখানে থাকা অবস্থায় কখন কি খাবো আমার কি লাগবে সবরকম খোঁজখবর রাখত।আমাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াত।আজ সে নাই।দেশকে স্বাধীন করে সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে।ভীষন কষ্ট পাই।

এক নজরে শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল
নাম : মো: মাসুদ রানা
পেশা : ব্যবসায়ী
পেশাগত প্রতিষ্ঠানের নাম : এম এস ইঞ্জিনিয়ারিং
পিতা : রায়হান বিশ্বাস
মাতা : জাহানারা খাতুন

জন্ম তারিখ ও বয়স : ২৩-১২-১৯৯০, বয়স: ৩৪ বছর
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম-কয়রাডাঙ্গা, থানা-আলমডাঙ্গা, চিতলা ইউনিয়ন, জেলা: চুয়াডাঙ্গা
বর্তমান ঠিকানা : ঢাকার মিরপুর ১ এর আড়ং এলাকা
পিতার পেশা : কৃষক, বয়স: ৭০ বছর
আহত হওয়ার সময় : ৫ আগস্ট, ২০২৪, সময়: সন্ধ্যা ৬:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ৫ আগস্ট, ২০২৪, রাত ১.১৫টা (০৪ তারিখ দিবাগত রাত), নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : কয়রাডাঙ্গা ঈদগাহ কবরস্থান (২৩.৬৯'ঘ ৮৮.৮১'ঊ) (জিপিএস লোকেশনসহ)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৫ জন, মা, বাবা, ভাই-বোন

পরামর্শ
১।শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা
২।শহীদের এতিম কন্যার পড়ালেখাসহ সকল ব্যয়ভার বহন করা
৩।শহীদ মাসুদ রানার স্ত্রীর জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করা